গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ ২৫/০৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ গজারিয়া ৩৫০(±১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্লান্ট"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (শিল্প ও শক্তি) আহমদ হোসেন খান এর সভাপতিত্বে গত ২৫/০৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ গজারিয়া ৩৫০(±১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্লান্ট"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক" তে সন্নিবেশিত।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের নামঃ ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ গজারিয়া ৩৫০(±১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্লান্ট।

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

(i) **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ।

(ii) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা**: রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল)

(গ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ (কোটি টাকায়)

জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব	মোট
৪৫৭.২৫৪০	-	৪৬.৯৭৮৮	৫০৪.২৩২৮

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত।

(ঙ) **প্রকল্প এলাকাঃ** মৌজাঃ ষোলআনী ও দৌলতপুর, ইউনিয়নঃ ইমামপুর, উপজেলাঃ গজারিয়া, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ, বিভাগঃ ঢাকা।

(চ) **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরপিসিএল কর্তৃক মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় স্থাপিতব্য ৩৫০(±১০%) মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহায়ক অবকাঠামো তৈরী করা।

(ছ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্যও প্রস্তাব করা হয়নি। প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

২। **উপস্থাপনাঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং প্রকল্পটি উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধানকে আহবান জানান। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান প্রকল্পের পটভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, সরকারের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচির অংশ হিসাবে আরপিসিএল মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় একটি ৩৫০ (±১০%) মেঃ ওঃ ক্ষমতার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ইমামপুর ইউনিয়নের ষোলআনী ও দৌলতপুর মৌজায় ৩৫০.২২ একর ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচিত স্থানটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত।

মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রাথমিক কাজ হিসাবে ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, উন্নয়নকৃত ভূমি রক্ষার জন্য চতুর্দিকে বাঁধনির্মাণ ও সুরক্ষা কাজ এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজে বৈদ্যুতিক সুবিধাদি স্থাপন, প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহন এবং পরামর্শক ব্যয় প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পটি ৫০৪.২৩২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি ৪৫৭.২৫৪০ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব ৪৬.৯৭৮৮ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

৩। **আলোচনাঃ**

৩.১ সভায় জমি অধিগ্রহণসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একত্রে একক প্রকল্প গ্রহণ না করে শুধু জমি অধিগ্রহণের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত গজারিয়া ৩৫০(±১০%) মেঃওঃ ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি G to G ভিত্তিতে চীনের Concessional loan এর আওতায় বাস্তবায়ন এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। G to G ভিত্তিতে বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে ECA Financing এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। তাছাড়া JICA সহায়তার জন্যও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন ভূমি অধিগ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়নের অত্যাবশকীয় অনুষঙ্গ। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অর্থায়নের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অগ্রগামী/তরান্বিত করার স্বার্থে সহায়ক অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরী করার লক্ষ্যে মূল প্রকল্প কাজের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সভায় প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যাখ্যার সাথে সভা ঐকমত্য পোষণ করে।

৩.২ সভায় মূল প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ মেঃ ওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ৩৫০.২২ একর জমি অধিগ্রহণের যৌক্তিকতা ও প্রস্তাবিত জমির প্রকৃতি কী সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমদানী নির্ভর কয়লা দ্বারা পরিচালিত হবে। সেক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুই মাসের কয়লা মজুত নিশ্চিত করা সহ দীর্ঘমেয়াদী Dry ও Bottom Ash storage এর জন্য যৌক্তিক পর্যায়ের ভূমি প্রয়োজন। এছাড়া পরিবেশগত Compliance নিশ্চিত করার জন্য মোট ভূমির প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূমি Green Belt হিসাবে ব্যবহার করা হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প site এর মাঝ বরাবর একটি প্রাকৃতিক খাল বহমান যা মেঘনা নদীর সাথে সংযুক্ত। খালটি উন্নয়ন করে খালের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা হবে এবং খালের দুই পাড়ে অধিগ্রহণকৃত ভূমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এছাড়া ৩৫০.২২ একর ভূমির মধ্যে প্রায় ২.০ (দুই) একর ভূমি Resettlement & Rehabilitation এর জন্য রাখা হবে। প্রস্তাবিত ৩৫০ একর জমির প্রকৃতির বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ভূমির প্রকৃতি এক ফসলী (যেখানে সাধারনত রবিশষ্য যেমন আলু, ভূট্টা ইত্যাদি চাষ হয়) নাল জমি। বিস্তারিত আলোচনার পর প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ৩৫০ একর জমির ব্যবহার সংক্রান্ত Location Map-সহ একটি Layout Plan পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সংযুক্ত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.৩ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পে Resettlement and Rehabilitation বাবদ ৩৮৪.৪৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি এবং অপরদিকে ডিপিপি'র ২৭ নং অনুচ্ছেদ এ Resettlement/Rehabilitation বিপরীতে "প্রযোজ্য নয়" মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে এ সম্পর্কে সভায় জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে Resettlement & Rehabilitation আলোচ্য DPP এর অন্তর্ভুক্ত। DPP এর ২৭ নং অনুচ্ছেদে কম্পিউটার প্রমাদজনিত ভুল হয়েছে যা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরো অবহিত করেন যে, প্রস্তুতকৃত Resettlement & Rehabilitation Plan অনুযায়ী ১৭-টি পরিবারের জন্য সেমিপাকা বসতবাড়ি (প্রত্যেকটি প্রায় ১২শ বর্গফুট), একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মসজিদ এবং পুকুরসহ খেলার মাঠ ইত্যাদির সুবিধাদি থাকবে। এছাড়া প্রতিটি স্থাপনায় বিদ্যুৎ ও পানি সুবিধা দেয়া হবে। প্রতিটি স্থাপনায় Solar Home System স্থাপন করা হবে। এ খাতের ব্যয় প্রাক্কলন Power Division এর Rate Schedule-2014 এবং PWD Rate Schedule-2014 অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে ২৭ নং অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.৪ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের জিওবি হতে ঋণ বাবদ ৪৫৭.২৫৪০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। RPCL কর্তৃক গৃহীতব্য এ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদের হারের (৩%) স্বপক্ষে অর্থ বিভাগের পত্র সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, একই ধরনের প্রকল্পের অনুমদিত DPP-তে জিওবি থেকে নেওয়া ঋণের সুদের হারকে (৩%) ভিত্তি ধরে আলোচ্য প্রকল্পের ঋণের সুদের হার (৩%) হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, আরপিসিএল বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন একটি সংস্থা। অর্থ বিভাগ সকল সংস্থার জন্য আলাদাভাবে ঋণ গ্রহণের জন্য সুদের হার নির্ধারণ করে দেয়নি। তাই আরইবি এর সাথে মিল রেখে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ৩% হার নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সুদের হার ৩% অপরিবর্তিত থাকবে।

৩.৫ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, অফিস ভাড়া বাবদ প্রস্তাবিত ১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে অফিসের জায়গার আনুমানিক পরিমাণ এবং অনুরূপভাবে ভাড়া চুক্তির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত মাইক্রোবাস এর আসন সংখ্যা ডিপিপিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের ভাড়া ভিত্তিক অফিসের জায়গার পরিমাণ আনুমানিক ৩০০০ বর্গফুট। এ বিষয়টি পুনর্গঠিত DPP-তে উল্লেখ করা হবে এবং ভাড়া ভিত্তিক মাইক্রোবাসের আসন সংখ্যাও পুনর্গঠিত ডিপিপিতে উল্লেখ করা হবে।

৩.৬ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে ডিপিপিতে প্রস্তাবিত জনবলের (১৪ জন) কোন কোন পদ কিভাবে নিয়োগ করা হবে তা জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, Project Director (PD) ১টি ও Deputy Project Director (DPD) ১টি পদ আরপিসিএল হতে পেষণে নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া, Sub-Divisional Engineer ১টি, Assistant Engineer (Civil) ১টি, Assistant Manager (A/F) ১টি, Assistant Manager (Admin) ১টি, SAE (Civil) ১টি ও Office Assistant/ Computer Operator ২টি পদ সরাসরি নিয়োগ করা হবে এবং Office Attendant/ Messenger ৩টি ও Driver এর ২টি পদ Out sourcing এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হবে। প্রকল্প সমাপনান্তে এ সকল জনবলের বিষয়েও ডিপিপিতে তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে মর্মে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৭ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, পরামর্শক খাতে ১৪০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। পরামর্শক খাতে এ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও প্রয়োজনীয়তা এবং পরামর্শক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও TOR ডিপিপিতে সংযুক্ত করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, মোট ভূমি উন্নয়ন ব্যয় (২৭৭৮০.০০ লক্ষ টাকা) এর ০.৫% ১৪০.০০ লক্ষ টাকা পরামর্শক খাতে সংস্থান রাখা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার পর পরামর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও TOR পুনর্গঠিত DPP-তে সংযুক্ত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৮ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ডিপিপি'র ২৪ নং অনুচ্ছেদে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে আলোচ্য প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়নি, যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষয়টি আলোচনান্তে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে আলোচ্য প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পৃক্ততার কথা পুনর্গঠিত DPP-তে বিশদভাবে উল্লেখ করতে হবে মর্মে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

৪। **সিদ্ধান্তঃ** বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে "ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ গজারিয়া ৩৫০ (±১০%) মেঃ ওঃ কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্লান্ট"-শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত ৩৫০ একর জমির ব্যবহার সংক্রান্ত Location Map-সহ একটি Layout Plan পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.২ ডিপিপি'র ২৭ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে।

৪.৩ অফিস ভাড়া বাবদ প্রস্তাবিত ১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে অফিসের জায়গার পরিমাণ এবং অনুরূপভাবে ভাড়া চুক্তির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত মাইক্রোবাস এর আসন সংখ্যা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৪ ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ১৪টি পদের জনবল কিভাবে নিয়োগ করা হবে এবং প্রকল্প সমাপনান্তে এ সকল জনবলের অবস্থান সম্পর্কে তথ্যাদি পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৫ পরামর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও TOR পুনর্গঠিত DPP-তে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৬ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে আলোচ্য প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পৃক্ততার বিষয়টি (ডিপিপি'র ২৪ নং অনুচ্ছেদে) পুনর্গঠিত DPP-তে বিশদভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৭ আলোচনা মোতাবেক ও উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি সত্বর পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আহমদ হোসেন খান)
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন